

## নিয়োগকে কেন্দ্র করে অচল ইবি ১২ হাজার শিক্ষার্থী জিম্মি

### ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

নিয়োগকে কেন্দ্র করে অচল হয়ে পড়েছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি)। ১৪ দিন ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিভাগে রাস-পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। অফোভিত বন্ধের ফলে ১২ হাজার শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন হুমকির মুখে। দীর্ঘদিন ধরে কোন বিভাগে রাস-পরীক্ষা অনুষ্ঠিত না হওয়ায় শিক্ষার্থীরা এরই মধ্যে হল ত্যাগ করতে শুরু করেছেন। জানা গেছে, ক্যাম্পাস বন্ধের নেপথ্যে কাজ করছেন খিনাইদহ পৌর মেয়র ও আওয়ামী লীগ নেতা। এই নেতার হস্তক্ষেপে জিম্মি হয়ে পড়েছে ১২ হাজার শিক্ষার্থীর জীবন।

জানা যায়, ৭ ও ৮ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত ২১৭তম সিভিকসেটে নিয়োগকে কেন্দ্র করে চাকরিবিক্ষিতদের নৈরাজ্যের ঘটনায় অচল হয়ে পড়ে ইবি ক্যাম্পাস। চাকরিবিক্ষিতদের ক্রমাগত চোরাগোস্তা হামলা থেকে রেহাই পাননি প্রো-ভিসি, ট্রেজারার, রেজিস্ট্রার এমনকি শিক্ষক-কর্মকর্তারাও। গত ১৪ দিন কুষ্টিয়া থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব কিছু গাড়ি চলাচল করলেও ভাড়া করা কোন বাস চলাচল না করায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে আসতে পারেননি।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনসূত্রে জানা গেছে, সিভিকসেটে রশায়ন, অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান বিভাগে প্রভাবক পদে ৪, চিকিৎসা কেন্দ্রে শাখা কর্মকর্তা পদে ১, পিনিয়র উচ্চমান সহকারী, উচ্চমান সহকারী ও নিয়মান সহকারী পদে মোট ১১২ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়। নিয়োগের পর পরই ছাত্রলীগের চাকরিবিক্ষিত নেতাকর্মীরা ক্ষুব্ধ হয়ে ক্যাম্পাসে একে একে প্রটর অফিস, টিএসসিসি পরিচালকের অফিস, প্রকৌশল

অফিস, চিকিৎসা কেন্দ্র ভাঙুর করেন। ১২ সেপ্টেম্বর সকাল ১০ টা খিনাইদহ শহরে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অ্যাথলেটিক ভাঙুর করেন তারা। ওই দিন মধ্যরাতে শিক্ষকদের আবাসিক এপ্যুকায়ে বোমা হামলার ঘটনা ঘটে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি জাপানি ছিনো বাস পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায়। ১৭ সেপ্টেম্বর দুর্ভাগ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি, রেজিস্ট্রার, প্রটর ও কর্মকর্তাদের গাড়িতে অতর্কিত হামলা চালিয়ে ১ জন

### আওয়ামী লীগ নেতার হস্তক্ষেপের জের

শিক্ষকসহ ১২ জনকে আহত করে। সর্বশেষ গত বৃহস্পতিবার দুর্ভাগ্যে ট্রেজারার প্রফেসর ড. মুহাম্মদ শাহজাহান আর্মীর গাড়িতে অতর্কিত হামলা চালিয়ে গাড়ির চালককে আহত করে। এভাবে একের পর এক চোরাগোস্তা হামলায় শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাঝে আতঙ্ক আর ক্যাম্পাসে ধর্মধমে অবস্থা বিরাজ করছে। এদিকে হামলার পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২ হাজার শিক্ষার্থীর সেবাদানকারী একমাত্র চিকিৎসা কেন্দ্র এখনও বন্ধ রয়েছে।

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দফতরসূত্রে জানা যায়, ১৪ দিন ক্যাম্পাসে কোন বাস চলাচল না করায় একাডেমিক কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। এতে ২২টি বিভাগের ৭৫টিরও

বেশি চূড়ান্ত পরীক্ষা স্থগিত হয়ে গেছে। ফলে সেশনজটের আশংকা দেখা দিয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক শিক্ষার্থী বলেন, পিতা-মাতা অনেক কষ্টে আশাদের সেবা-পড়ার জন্য সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে পাঠিয়েছেন। কতিপয় হার্বায়েবীর কারণে তাদের শিক্ষাজীবন যাতে ব্যাহত না হয় সে জন্য শিক্ষামন্ত্রী ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে আবেদন জানান তারা।

এ বিষয়ে কুষ্টিয়া বাস সরবরহকারী হাসানুল্লাহমান বাফু বলেন, ক্যাম্পাসের গাড়ি লক করে একের পর এক ওত্র হামলা চলছে। এ অবস্থায় গাড়ি চলতে দেয়া যায় না।

ইবি খানার ওসি মনির উদ্দিন যোগা বলেন, 'গাড়িতে হামলার ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন অজ্ঞাতনামা ৭-৮ জনের বিরুদ্ধে মানলা করেছে।'

এ ব্যাপারে ভিসি প্রফেসর ড. এম আলীউদ্দিন বলেন, 'উজ্জ্বল পরিষ্কারি নিরসনে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আশা করি খুব শিগগিরই ক্যাম্পাসের পরিবেশ স্বাভাবিক হবে।'

নেপথ্যে : আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতা, খিনাইদহ পৌর মেয়র সাইদুল করিম মিন্টু প্রত্যাশা অনুযায়ী চাকরি না পাওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকারি ও ভাড়াকৃত বাস চলাচল করতে দিচ্ছেন না বলে একাধিক সূত্রে জানা গেছে। তার হুমকির কারণে মাসিক সমিতি তাদের বাস বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে দিচ্ছে না। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস চলাচল স্বাভাবিক রাখতে মিন্টু মিয়্যার সঙ্গে ইবি প্রশাসন একাধিকবার সমঝোতার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে।